ইলমে দ্বীনের ফযীলত

20-June-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং-২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআন ও হাদীসে পাকের অসংখ্য স্থানে ইলমে দ্বীনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, আর বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কিতাব গুলোও ইলমে দ্বীনের ফযীলত দ্বারা পূর্ণ। আসুন! আমরাও ইলমে দ্বীনের ফযীলত ও বরকত এবং চিত্তকর্ষক ঘটনাবলী ও কাহিনী শ্রবণ করি।

সাহাবীয়ে রাসূলের ইলমের আগ্রহ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"ইলম ও হিকমত কে ১২৫ মাদানী ফুল"** এর ১১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় আমি কম বয়সী ছিলাম। আমার সমবয়সী এক আনসারী ছেলেকে আমি বললাম: চলো, আসহাবে রাসূল رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن থেকে ইলম অর্জন করি, কেননা এখন তারা অসংখ্য। আনসারী উত্তর দিলো: ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)! তুমি তো খুব আশ্চার্যজনক মানুষ, এত সাহাবীদের (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن) উপস্থিতিতে মানুষের তোমাকে কেন প্রয়োজন হবে! এতে আমি আনসারী ছেলেটিকে ছেড়ে দিলাম এবং নিজেই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে লাগলো। অনেকবারই এমন হয়েছে যে, মনে হতো অমুক সাহাবীর নিকট অমুক

হাদীস রয়েছে, তখন আমি তাঁর ঘরে দৌঁড়ে যেতাম। যদি তিনি বিশ্রাম করেন তখন আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে দরজায় শুয়ে পরতাম এবং গরম বাতাস আমার চেহারাকে জ্বালিয়ে দিতো। যখন সেই সাহাবী বাইরে আসতেন এবং আমাকে এই অবস্থায় পেতো তখন প্রবাভিত হয়ে বললো: **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচার সন্তান! আপনি কি চান? আমি বলতাম: শুনলাম আপনি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অমুক হাদীস শরীফ রেওয়ায়াত করেন, এই জন্যই উপস্থিত হয়েছি। তিনি বলতেন: আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিতেন এবং আমি স্বয়ং চলে আসতাম। আমি উত্তর দিতাম: না, এই কাজের জন্য স্বয়ং আমারই আসা উচিৎ। এরপর এরূপ হলো যে, আসহাবে রাসূল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین ওফাত গ্রহন করেন তখন সেই আনসারী দেখতো যে, লোকেদের আমারকে কিরূপ প্রয়োজন হলো এবং আফসোস করে বলতো: ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا)! তুমি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিলে। (সুনানে দারামী, ১/১৫০, হাদীস নং- ৫৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীনের ফযীলতের কথা কি আর বলবো যে, কোরআনে করীমের অসংখ্য জায়গায় ইলম ও ওলামার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَ الْمَلٰٓىٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآىٕمًۢا بِالْقِسْطِؕ

(পারা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, **তিনি** ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পিতা হযরত মুফতী নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমায় ইলমের তিনটি ফযীলত প্রমানিত হয়, প্রথমতঃ **আল্লাহ তায়ালা** ওলামার আলোচনা নিজের এবং ফিরিশতাদের সাথে করেছেন, দ্বীতিয়তঃ ওলামাদেরও ফিরিশতাদের ন্যায় নিজের একত্ববাদের সাক্ষ্য বানালেন এবং তাদের সাক্ষ্যকে নিজের সত্য উপাস্য হওয়ার দলীল ঘোষণা করেছেন, তৃতীয়তঃ তাদের (ওলামা) সাক্ষ্যও ফিরিশতাদের সাক্ষ্যের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য করেছেন। (ফয়যানে ইলম ও ওলামা, ৯ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে কোরআনে পাকের অপর এক স্থানে জ্ঞানীদের শান ও মহত্বকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালা, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, **আল্লাহ** তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: ওলামায়ে কিরাম সাধারণ মুমিন থেকে সাতশ (৭০০) গুন বেশী মর্যাদাবান হবেন, প্রত্যেক দু'টি মর্যাদার মাঝে রয়েছে পাঁচশ (৫০০) বছরের দূরত্ব।

(কু'তুল কুলুব, আল ফসলূল আউয়াল আল হাদী ওয়া সালাসুন..., ১ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)

হাদীসে মুবারাকায় ইলমে দ্বীনের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে পাক ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে করীমায়ও ইলমে দ্বীনের অগনিত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এ থেকে তিনটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি এবং নিজের অন্তরে ইলমে দ্বীনের গুরুত্বকে জাগ্রত করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি (দ্বীনের) জ্ঞানার্জনের ঘর থেকে বের হলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসে না, **আল্লাহ তায়ালার** পথেই থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/২৯৪, হাদীস নং-২৬৫৬)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** ফরযসমূহ সম্পর্কে এক বা দু'টি অথবা তিন বা চার অথবা পাঁচটি বাক্য শিখলো এবং তা ভালভাবে স্মরণ রাখলো অতঃপর মানুষদের শেখালো তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৫৪, হাদীস নং-২০)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন বান্দাকে উঠাবেন, অতঃপর ওলামাদের আলাদা করে তাদের ইরমাদ করবেন: হে ওলামাদের দল! আমি তোমাদের সম্পর্কে জানি, এজন্যই তোমাদেরকে আমার পক্ষ তেকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তোমাদের এইজন্যই জ্ঞান দেইনি যে, তোমাদের আযাবে লিপ্ত করবো। **যাও! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।**

(জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফদলুহু, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে করীমা থেকে জানা গেলো যে, ইলমে দ্বীন অর্জন করা হলো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উপায়, ক্ষমা ও মুক্তির পথ এবং জান্নাতে প্রবেশের জামানত স্বরূপ। سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! ইলমে দ্বীনের ফযীলতেরই বা কি আর বলবো! সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: ইলম এমন বস্তু নয়, যার ফযীলত এবং গুনাবলী বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়, পুরো দুনিয়াই জানে যে, ইলম খুবই উত্তম একটি বিষয়, তা অর্জন করা উন্নতির নিদর্শন। এটিই সেই বস্তু, যা দ্বারা মানুষের জীবন সফল এবং আনন্দময় হয় আর এর দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায়। (এই জ্ঞান দ্বারা) ঐ জ্ঞান উদ্দেশ্য, যা কোরআন ও হাদীস থেকে অর্জিত হয়, এটিই সেই জ্ঞান যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই সজ্জিত করে এবং এই জ্ঞানই মুক্তির মাধ্যম আর কোরআন ও হাদীসে এরই বর্ণনা এসেছে এবং এই জ্ঞানের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৬১৮)**

ইলম তথা জ্ঞান হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام রেখে যাওয়া সম্পদ, ইলম **আল্লাহ তায়ালার** নৈকট্য অর্জনের পথ, ইলম হিদায়তের উৎস, ইলম গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়, ইলম **খোদাভীতি** জাগ্রত করার এক মহৎ পদ্ধতি, ইলম দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান পাওয়ার উপায়, ইলম মৃত অন্তরের জীবন, ইলম ঈমানের নিরাপত্তার রক্ষী, ইলম **আল্লাহ তায়ালার** সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার উপায়। মোটকথা! ইলম অসংখ্য গুনাবলীর সমষ্টি, এতে দ্বীনও রয়েছে এবং দুনিয়াও, এতে আরামও রয়েছে এবং প্রশান্তিও, এতে স্বাদও রয়েছে এবং সুখও, সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে ইলমে দ্বীনের অন্বেষনে লিপ্ত হয়ে আখিরাতের মুক্তির উপায় হয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস যে, আজ আমাদের মন থেকে দ্বীনের গুরুত্ব ও মর্যাদা শেষ হতে চলেছে, আমাদের সমাজের অধিকাংশই না নিজে ইলমে দ্বীন শেখার প্রতি উৎসাহী এবং না নিজের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শেখায়। নিজের সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য অসংখ্য দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিদ্যা তো শেখানো হয়, কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করে নিজের এবং নিজের সন্তানের আখিরাত সাজানোর দিকে কোন মনোযোগ যায় না। সন্তান যদি মেধাবী হয় তবে তাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,

প্রফেসার, কম্পিউটার প্রোগ্রামার বানানোর ইচ্ছা প্রবল আকার ধারন করে এবং যদি সন্তান মেধাহীন, দুষ্ট বা পঙ্গু হয় তবে পরিত্রাণের জন্য তাকে কোন জামেয়ায় ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। আর আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা শিশুকাল থেকেই তাঁদের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শেখাতেন, এমনকি বড় বড় বাদশাহরাও নিজেদের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীনের অলঙ্কারে সজ্জিত করতেন, কেননা তাঁরা নিজেরাই ইলম ও ওলামার গুরুত্ব প্রদান করতেন।

খলিফা হারূনুর রশীদ খুবই নেককার এবং ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদানকারী বাদশাহ ছিলেন, একবার (তাঁর সন্তান) মামুনুর রশীদের শিক্ষার জন্য হযরত ইমাম কাসাঈ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) কে আরয করা হলে তিনি বলেন: আমি এখানে পড়াতে আসবো না, শাহাজাদা আমার বাড়িতেই আসবে। হারূনুর রশীদ আরয করলেন: সে সেখানেই যাবে কিন্তু তার সবক প্রথমেই হবে। বললেন: এটাও হবে না বরং যে প্রথমে আসবে তার সবক প্রথমেই হবে। অবশেষে মামুনুর রশীদ পড়া শুরু করলো, ঘটনাক্রমে একদিন খলিফা হারূনুর রশীদ সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, দেখলেন যে, কাসাঈ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) তাঁর পা ধুচ্ছেন এবং তাঁর সন্তান মামুনুর রশীদ পালি ঢালছে। বাদশা রাগান্বিত হয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং মামুনুর রশীদকে চাবুক মেরে বললেন: বেআদব! **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে দু'টি হাত কেন দিয়েছে? এক হাত দিয়ে পানি ঢালো এবং অপর হাত দিয়ে তাঁর পা ধৌত করো।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খলীফা হারূনুর রশীদ শুধু ওলামা ও ফুকাহাদের সম্মান করতেন না বরং রাষ্ট্রীয় কাজে এবং নিজের অন্যান্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়েও ওলামা ও ফুকাহাদের গুরুত্ব দিতেন, তাঁদের কথাকেই শেষকথা মনে করতেন, আখিরাতের কল্যাণের জন্য তাঁদের উপদেশ গ্রহন করতেন, অনেক সময় উপদেশ গ্রহনের জন্য ওলামাদের দোড়গোড়ায় নিজে উপস্থিত হয়ে যেতেন এবং যদি ওলামায়ে কিরাম দরবারে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তবে রাজকীয় শান ও শওকত এবং সুলতানী প্রতাপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই সম্মানার্থে দাড়িয়ে যেতেন, যেমনটি

মলফুযাতে আলা হযরতে রয়েছে: হারূনুর রশীদের দরবারে যখন কোন আলিম উপস্থিত হতেন, বাদশাহ তাঁদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার সভাসদগণ আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনিন! সুলতানী প্রতাপ তো বিলীন হয়ে যাবে। উত্তর দিলেন: **যদি ওলামায়ে দ্বীনের সম্মান দ্বারা প্রতাপ বিলীন হয়ে যায় তবে যাওয়াই উচিৎ।** (মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

ভাবুন তো! এমন কি কারণ ছিলো যে, হারূনুর রশীদের মতো মহান বাদশাহ নিজের সন্তানকে হযরত ইমাম কাসাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠালেন এবং নিজেও ওলামায়ে কিরামের সম্মান করছেন...? নিঃসন্দেহে এটিই কারণ ছিলো যে, তিনি ওলামাদের মান ও মর্যাদা এবং সমাজে তাঁদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন আর এই বিষয়টিও সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যে, ইসলামের এই প্রস্ফুটিত বাগানকে সতেজ রাখতে এই পবিত্র সত্বাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অনুরূপভাবে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য খুবই উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন যে, জলীলুল কদর মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা সালিহ বিন কিসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি স্বয়ং তাঁরও ওস্তাদ ছিলেন, তাঁকেই নিজের সন্তানদের ওস্তাদ নিযুক্ত করেন।

(আত তাহাফু লিল তাইফাতি ফি তারিখিল মদীনাতু শরীফাতু, ১/২৩৩)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতার সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি নিজে যদিও পড়ালেখা করেননি কিন্তু ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব বোধ সম্পন্ন ছিলেন, তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, উভয় শাহাযাদা মুহাম্মদ গাযালী এবং আহমদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا ইলমে শরীয়ত ও তরীকত দ্বারা সমৃদ্ধ হোক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর শাহাজাদাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য কিছু সঞ্চয়ও করে রেখেছিলেন, যা এই দুই সৌভাগ্যবান সন্তানের জ্ঞানার্জনে অনেক কাজে এসেছে। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, কিতাবের ভুমিকা, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে আমাদের গাউসে পাক হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিশুকালেই তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের অনুমতিক্রমে জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদ চলে যান। (বাহজাতুল আসরার, যিকরে তরীকা, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِও শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন, এমনকি সাড়ে চার বছর বয়সেই কোরআনে মজীদ নাযারা শেষ করার নেয়ামত দ্বারা ধন্য হলেন এবং মাত্র তের বছর দশ মাস চার দিন বয়সে সকল প্রচলিত জ্ঞান তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খান رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর থেকে অর্জন করে শিক্ষা সমাপনি সনদ (স্নাতক ডিগ্রি) অর্জন করে নেন। (ফয়যানে আলা হযরত, ৮৫ ও ৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনাগুলো থেকে জানতে পারলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی নিজেদের সন্তানদের শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত করে দিতেন। আমাদেরও আমদের সন্তানদের মাদানী দীক্ষা দিয়ে তাঁদের ইলমে দ্বীন শেখানোর চেষ্টা করা উচিৎ, নিজের সন্তানদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ করা এই জন্যও প্রয়োজন যে, তাদের নেককার বানিয়ে যেন সেই জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায়, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। **আল্লাহ তায়ালা** ২৮তম পারার সূরা আত তাহরীম এর ৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِیۡكُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَةُ عَلَیۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَ یَفۡعَلُوۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ ﴿۶﴾

(পারা ২২, সূরা সাবা, আয়াত ৫২)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ**</u>
হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন যারা **আল্লাহ**র নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ **খাযাইনুল ইরফানে** এই আয়াতে মুবারাকার অংশবিশেষ (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِیۡكُمۡ نَارًا) এর পাদটিকায় বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে, ইবাদত করে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে এবং পরিবারকে নেকীর আদেশ এবং গুনাহের প্রতি বারণ করে তাদের জ্ঞান ও আদব শিখিয়ে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করুন!

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ অর্থাৎ তোমরা সবাই নিজ নিজ প্রজাদের নেতা এবং বিচারক আর তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে কিয়ামতের দিন নিজ নিজ প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। **(বুখারী, কিতাবুজ জুমুআ, ১/৩০৯, হাদীস নং-৮৯৩)**

এই হাদীসে পাকের আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রজা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কারো অধীনস্ত হওয়া। অনুরূপভাবে জনসাধারণরা সুলতান ও বিচারকের, সন্তানরা পিতামাতার, ছাত্ররা শিক্ষকের, মুরীদরা পীরের অধীনস্ত হলো। তাছাড়া যে সম্পদ স্ত্রী বা সন্তান অথবা চাকরকে সর্ম্পন করা হয়েছেও তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা তার উপর ওয়াজিব (আবশ্যক)। যার অধীনে কেউ নেই, সে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কর্ম ও বানী, নিজের সময় নিজের কাজের নেতা। এসবের সম্পর্কে সে জবাবদীহিতা করবে।

(নুযহাতুল কারী, ২/৫৩০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতার উচিৎ যে, দায়িত্বের প্রতি সজাগ থেকে নিজ সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের নামায রোযার অনুসারী বানানো এবং ফরয ও ওয়াজিব, হালাল ও হারাম, কেনা বেচা আর বান্দার হক ইত্যাদির শরয়ী বিধানাবলী সম্পর্কেও তাদের অবহিত করার ব্যবস্থা করা, এর উত্তম উপায় হলো যে, নিজ সন্তানদের ইলমে দ্বীন শেখাতে দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করিয়ে দেয়া, যেন আমাদের সন্তান ইলমে দ্বীন শিখে অপরকে শেখায় এবং আমাদের আখিরাতের মুক্তির সোপান হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই উদ্দেশ্য সফল করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জামেয়াতুল মদীনায় ছাত্রদের জ্ঞানের আলোয় আলেকিত করার পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করতে চারিত্রিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়, এরই ধারাবাহিকতায় জামেয়াতুল মদীনার ছাত্ররা রুটিন অনুযায়ী **আল্লাহ তায়ালা**র পথে আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায় বরং অনেক সৌভাগ্যবান ছাত্র তো ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্যও অর্জন করে থাকে।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠিত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত ৯২টি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসে নিজের শ্রেণীর যিম্মাদারকে জমা করিয়ে থাকে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জামেয়াতুল মদীনার ছাত্রদের এই কর্মপদ্ধতিতে আনন্দিত হয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্রদের খুবই ভালবাসী এবং তাদের ওসীলা দিয়ে নিজের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার ছাত্ররা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নফল যেমন; সালাতুত তাওবা, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামাযও নিয়মিত আদায় করে, মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করে, জামেয়াতুল মদীনার আশেপাশে ১২টি মাদানী কাজকে প্রসার করার জন্য দায়িত্ব পালন করে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার ওস্তাদবৃন্দ ও শিক্ষর্থীরা ইমামতি ও খেতাবতের গুরু দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন, যার ফলশ্রুতিতে অসংখ্য মসজিদ আজ পরিপূর্ণ রয়েছে। অনেক ওস্তাদ ও শিক্ষার্থী **"জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন"** এর মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে আশিকানে রাসূলকে কোরআনের শিক্ষা এবং ইলমে দ্বীনের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টায় রত আছে, অনেক ওস্তাদ ও শিক্ষার্থী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে নিজের দ্বীনি সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপভাবে জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) এর শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে হওয়া মাদানী কাজে নিজেকে অংশীদার করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। ইসলামী বোনেরা আর্ন্তজাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাতের অধীনে ইসলামী বোনদের ৮টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করে থাকে। **(ফয়যানে সুন্নাত, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)**

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি "ইনফিরাদী কৌশিশ"

হে আশিকানে রাসূল! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে একটি মাদানী উদ্দেশ্য দান করেছেন যে, **"আমাকে নিজরে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন, ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করুন, ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"ইরফিরাদী কৌশিশ"**। মুসলমানকে নেককার, নামাযী, সুন্নাতের অনুসারী বানাতে এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে বাচাঁতে তাদেরকে **ইনফিরাদী কৌশিশ** করা (ব্যক্তিগতভাবে বুঝানো) শুরু করে দিন। মাদানী কাফেলা ছাড়াও যখনই কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে নম্রতা ও ভালবাসাপূর্ণ পদ্ধতিতে **ইনফিরাদী কৌশিশ** করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত প্রকাশিত হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **ইনফিরাদী কৌশিশে**র উৎসাহ তো ৭২টি মাদানী ইনআমাত নামক রিসালায়ও বিদ্যমান, যেমনটি ২২ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: **আপনি কি আজ কমপক্ষে দু'জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী কাফেলা ও মাদানী ইন্আমাত এবং অন্যান্য মাদানী কাজের প্রতি তারগীব (উৎসাহ) দিয়েছেন?** ৫২ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: **আপনি কি এ সপ্তাহে ইজতিমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করা অবস্থায় নবাগত ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে তাদের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছেন? (কমপক্ষে ৪ জনের সাথে সাক্ষাত এবং কমপক্ষে ১ জনের ঠিকানা অবশ্যই নিন। পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগও রাখুন।)**

মনে রাখবেন! ✯ **ইনফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ **ইনফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে মাদানী দরস এবং ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহন কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ **ইনফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য ইসলামী ভাইদের প্রস্তুত করা যায়। ✯ **ইনফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে মসজিদ

পূর্ণ রাখতে সহায়তা করে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **ইনফিরাদী কৌশিশে**র একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

আল্লাহর পথে সফর করার জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী শূরার একজন সদস্যের ছোট ভাই দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিম কোর্সের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলো, সে এবং তার ফুফাতো ভাই লাহোর থেকে কিছু জিনিষপত্র নিয়ে দুই দিনের জন্য করাচী এসেছিলো। যখন তারা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খেদমতে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলো তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুবই মমতাপূর্ণ ভাবে তাদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন তখন তারা উভয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে সাথেসাথেই **আল্লাহ**র পথে সফরকারী আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলেন। যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে এসম্পর্কে বলা হলো তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং এর চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জনের বরকতে শুধু **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না বরং **তাঁর** নেক বান্দারাও ইলমে দ্বীন অর্জনকারীকে ভালবাসে। সুতরাং আপনারাও সাহস করুন এবং নিজের সন্তানদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন এবং সৌভাগ্যবানদের তালিকায় আপনার সন্তানের নাম অর্ন্তভূক্ত করুন। নিজের সন্তানদের ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়াবী জ্ঞান দানের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনই হয়ে থাকে এবং দূভার্গ্যক্রমে অনেক পিতামাতা এরূপ ভাবে যে, আমাদের সন্তান যদি দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয় তবে مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ তার ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে, সে ঘর সংসার কিভাবে করবে এবং কিভাবে তা চালাবে, কয়েক হাজার টাকায় নিজের চাহিদা কিভাবে পূরণ করবে, মোটকথা! এরূপ অসংখ্য

শয়তানী কুমন্ত্রণা এসে থাকে, যার কারণে অনেক লোক নিজের সন্তানদের পরিপূর্ণ দ্বীনি শিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। প্রথমতঃ এরূপ পিতামাতার কদমে আরয হলো যে, একজন মুসলমান যখনই কোন কাজ করে, তবে যেন তার উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জনের পরিবর্তে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং বিশেষকরে ইলমে দ্বীন শিখার ব্যাপারে তো নিরেট **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির নিয়্যতই হওয়া উচিৎ আর হলো ধন সম্পদ তবে এই বিষয়টি তো **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহের বিপরীত যে, তিনি নিজের দ্বীনের শিক্ষা অর্জনকারীকে একা ছেড়ে দেবেন, এমন হতেই পারে না! হাদীসে পাকে রয়েছে: **"যে ইলমে দ্বীন অর্জন করবে আল্লাহ তায়ালা তার কষ্টসমূহ সহজ করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যেখানকার চিন্তাও সে করে না।"** **(জামেয়ে বয়ানিল আম্মা ওয়া ফদলুহু, হাদীস নং-১৯৮, ৬৬ পৃষ্ঠা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ একাগ্রতা এবং ভালবাসা সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জনকারী, অনেক দুনিয়াদার লোকের চেয়েও উত্তম জীবন অতিবাহিত করে থাকে, অনেক বড় বড় রাজা বাদশা এভং অফিসাররা ওলামায়ে কিরামের হস্ত চুম্বন করে, তাঁদের সেবা করে আর তাঁদের জুতা বহন করাকে সৌভাগ্য মনে করতে দেখা যায়, অথচ এই মান ও মর্যাদা দুনিয়ার কোন বড় বড় ধনীদেরও অর্জিত হতে পারে না। আসুন! এসম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

জ্ঞানের সম্মান প্রদর্শনকারী বাদশাহ

বর্ণিত আছে: একবার খলিফা হারূনুর রশীদ হযরত আবু মুয়াবিয়া আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দাওয়াত করলেন, তিনি চোখে দেখতেন না, খাবার সময় যখন হাত ধোয়ার জন্য বদনা এবং মুখ ধোয়ার পাত্র আনা হলো তখন (খলিফা হারূনুর রশীদ) পাত্রটি খাদিমকে দিলেন এবং নিজে বদনা নিয়ে হযরত আবু মুয়াবিয়া আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাত ধুইয়ে দিলেন এবং বললেন: "আপনি কি জানেন কে আপনার হাতে পানি ঢালছে?" বললেন: "না।" বাদশাহ আরয করলো: "হারূন" (তখন হযরত আবু মুয়াবিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দোয়া করে) বললেন: "আপনি যেভাবে জ্ঞানের সম্মান করলেন, সেভাবেই **আল্লাহ তায়ালা** আপনাকে সম্মান দান করুন।" হারূন রশীদ বললেন: "এই দোয়া অর্জনের জন্যই তো আমি এসব করলাম।"

(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

ইমামে আযমের অন্তর্দৃষ্টি

অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু ইউসুপ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, বাল্যকালেই তিনি তাঁর পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেছিলেন, তাঁর মা ঘর চালানোর জন্য তাঁকে একজন ধোপীর নিকট বসিয়ে দিলেন, একবার তিনি ইমাম আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মজলিশে উপস্থিত হলেন, সেখানকার আলোচনা তাঁর এতোই পছন্দ হলো যে, ধোপীর নিকট যাওয়া ছেড়ে সেখানেই বসা শুরু হয়ে গেলো। মা যখন জানতো তখন তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে ধোপীর নিকট নিয়ে যেতো, অবস্থা যখন বেগতিক তখন তাঁর মা হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে বললেন: এই শিশুকে লালন পালন করার কেউ নেই, আমি তাঁকে ধোপীর নিকট পাঠাই যে, কিছু উপার্জন করে আনবে, কিন্তু আপনি তাঁকে বিগড়ে দিয়েছেন। হযরত ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: "হে সৌভাগ্যবতি! তাঁকে ইলম অর্জন করতে দাও, সেই দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সে বাদাম এবং ঘিয়ের হালুয়া আর উন্নত ফালুদা খাবে।" একথা শুনে ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, বলতে লাগলেন: (আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন) আমাদের মতো গরীব লোক বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া কিভাবে খেতে পারি? ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ একাগ্রতার সহিত ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন, এমনকি সেই সময় আসলো যখন কাযীর (বিচারক) পদ তাঁকে সমর্পণ করে দেয়া হলো। একবার খলিফা তাঁকে দাওয়াত করলেন, দাওয়াত চলাকালে খলিফা বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া আর উন্নত ফালুদা তাঁর দিকে বাড়িয়ে বললেন: "হে ইমাম! এই হালুয়া খান, রোজ রোজ এরূপ হালুয়া তৈরী করা আমাদের জন্য সহজ নয়।" একথা শুনে ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কথা স্মরণ হলো তখন তিনি মুচকি হাসতে লাগলেন, খলিফার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন: "আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অনেক দিন পূর্বে আমার আম্মাজানকে বলেছিলেন যে, তোমার এই পুত্র বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া আর ফালুদা খাবে, আজ আমার সম্মানিত ওস্তাদের বাণী সত্য হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি নিজের বাল্যকালের ঘটনা খলিফাকে শুনালে তিনি খুবই

আশ্চার্য হলেন এবং বললেন: "নিশ্চয় ইলম অবশ্যই উপকার সাধিত করে এবং দ্বীন ও দুনিয়ায় উন্নতি দান করে। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৩০২ নং কাহিনী, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কাহিনীতে তিনটি মাদানী ফুল অর্জিত হয়: (১) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে ভবিষ্যতে সংগঠিত হওয়া ঘটনাবলী পূর্ব থেকেই জেনে নেন। (২) একজন কামিল ওস্তাদের বিশেষ মনযোগ মানুষকে কি থেকে কি বানিয়ে দেয়। (৩) ইলমে দ্বীন হচ্চে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার উপায়, এমনকি বড় বড় দুনিয়াদারের সেই মান ও মর্যাদা অর্জিত হয় না, যা জ্ঞান পিপাসুর সহজেই অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, ইলমে দ্বীন নিজেও শেখা এবং নিজের সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য তাদেরও ইলমে দ্বীন শেখান। **মনে রাখবেন!** মৃত্যুর পর নেক আমল ছাড়া অন্যান্য কোন বস্তুই কাজে আসবে না, এই ধন সম্পদ, ব্যাংখ ব্যালেন্স, আলিশান বাংলো, বড় বড় গাড়ী, দুনিয়া পদ মর্যাদা সব এখানেই রয়ে যাবে, কবরে এর মধ্যে হতে কিছুই সাথে যাবে না, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি ব্যতীত (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়াত, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৩১)

ইলমকে হারানোর ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, সদকায়ে জারিয়া, ইলমে দ্বীনের প্রসার এবং নেককার সন্তান এমন এক আমল, যা মৃত্যুর পরও তাকে সাওয়াব প্রেরণ করতে থাকে। সুতরাং নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাদের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। বর্তমান যুগে মন্দের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দ হলো অজ্ঞতা, যা সমাজের অন্যান্য মন্দের তালিকায় সর্বাগ্রে, বাড়ি ঘরের অবস্থা হোক বা ব্যবসার, বন্ধু বান্ধব হোক বা আত্মীয় স্বজনের, বিবাহের হোক বা সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষনের, মোটকথা কি **আল্লাহ তায়ালার** হক এবং কি বান্দার হক,

জীবনের প্রতিটি স্তরে যেখানেই যেভাবেই অকল্যাণ পাওয়া যাচ্ছে, যদি আমরা নিরবতায় বসে এ সম্পর্কে চিন্তা করি তবে এই বিষয়টি আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এর মূল এবং সবচেয়ে প্রকাশ্য কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব। ইলমে দ্বীন হারিয়ে ফেলা এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ শুধু কর্মকান্ড ও চারিত্রিক নয় বরং আকীদা ও ইবাদতে পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দ এবং অকল্যাণ খুবই দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে, যার মূলৎপাটনে শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন অর্জন করে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং এর মাধ্যমে অন্যের সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের মুরীদ, ভালবাসা পোষণকারী এবং সম্পর্কীতদেরকে নিজের এবং অন্যের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকার মানসিকতা দিতে গিয়ে তাদেরকে এই মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন: **আমাকে নিজের এবং সারা দনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

তাঁর জ্ঞানবান্ধব এবং ইলমে দ্বীনের প্রসারের আগ্রহের ফলশ্রুতিতেই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দেশ বিদেশে অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জামেয়াতুল মদীনার সর্বপ্রথম শাখা **১৯৯৫** সালে নিউ করাচীর গোদরা কলোনী এলাকা, বাবুল মদীনায় (করাচী) খোলা হয়। যেখানে তিনজন ওস্তাদ সাহেব আলিম কোর্স (দরসে নিজামী) পড়ানো শুরু করেন। এই জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠার বেশী দিন হয়নি, এই ভবনটি দ্বীনের শিক্ষার্থী ইসলামী ভাইদের আধিক্যের কারণে সংকুলান হচ্ছিলো না। সুতরাং এই জামেয়াতুল মদীনাকে **১৯৯৮** সালে গুলিস্তানে জওহর জামে মসজিদ ফয়যানে ওসমান গণী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর পাশে সুবিশাল ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের পক্ষ থেকে ইলমে দ্বীনের ভরপুর উৎসাহ প্রদানের ফলশ্রুতিতে যেমন লাখো আশিকানে রাসূল, **আল্লাহ তায়ালা**র পথে সফরকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার মুসাফির হলো, তেমনি অধিক সংখক মাদানী কাফেলায় সফর করার পাশাপাশি

পুরোপুরি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য জামেয়াতুল মদীনায়ও ধাবিত হলো। এভাবেই দুনিয়া জুড়ে জামেয়াতুল মদীনার আরো শাখা বর্ধিত হতে থাকে।

বাংলাদেশেও অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনায় হাজারো শিক্ষার্থী দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) এর শিক্ষা অর্জন করছে এবং সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়েরা সব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে শিক্ষা সমাপনি সনদও গ্রহন করছে। আপনিও আপনার নাম সৌভাগ্যবানদের তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করান এবং আপনার সন্তানকে জামেয়াতুল মদীনায় ভীর্ত করিয়ে দিন, আপনার ভাই, বন্ধু এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করুন আর তাদেরকে তাদের সন্তানকে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করানোর মানসিকতা প্রদান করুন। এতে যেমন চারিদিকে ইলমের আলো প্রতিফলিত হবে এবং অজ্ঞতার অন্ধকারও দূর হবে, তেমনি আপনার জন্যও সদকায়ে জারিয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

প্রচার ও প্রকাশনা মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইলমে দ্বীন প্রসার এবং **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের কল্যাণের প্রেরণা নিয়ে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৭টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি হলো **"প্রচার ও প্রকাশনা মজলিশ"**। এই বিভাগ ৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হিঃ ৬ মে ২০০৬ ইংরেজীতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার বিশেষ অনুমতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই বিভাগটি হাজারো কিতাব ওলামায়ে কিরাম, পীরে তরীকত, প্রফেসার, জামেয়া এবং লাইব্রেরীতে পৌঁছানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে। মাসিক ক্রোড়পত্রের এডভেরটাইজ এবং ওলামায়ে কিরামদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার প্রকাশিত কিতাব ও মাসিক ক্রোড়পত্র ফয়যানে মদীনা পাঠানো হয়। **আল্লাহ তায়ালা "প্রচার ও প্রকাশনা মজলিশ"**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইলম অর্জনকারীর জন্য মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! ইলম অর্জনকারীদের ব্যাপারে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণে কোন রাস্তা দিয়ে চলে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৮৫৩) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণে ঘর থেকে বের হয়, ফিরিশতা তার এই আমলে খুশি হয়ে তার জন্য নিজের ডানা বিছিয়ে দেয়। (তাবারানি কবীর, ৮/৫৫, হাদীস নং-৮৩৫০) ✯ ইলম অর্জনের জন্য সফর করা বুযুর্গানে দ্বীনদের সুন্নাত। (৪০ ফরামিনে মুস্তফা, ২৩ পৃষ্ঠা) ✯ইলম অর্জনের জন্য চাওয়া নিঃসন্দেহে ফযীলতময়, কিন্তু চাওয়ার জন্য আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন।

(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ১৩ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

ইলম অর্জনকারীদের সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)